দশম অধ্যায়

বিষয়সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিভূতি-যোগ	২০৭
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের উৎস পরমেশ্বর	২০৮
সর্বগুণাবলী ভগবান থেকে উৎপন্ন	২০৯
ভগবান সমস্ত জগতের ও প্রজা-স্রষ্টাদেরও উৎস	২১১
ভগবান বুদ্ধিযোগ দান করেন, অজ্ঞান-অন্ধকার নাশ করেন	২১২
'হে কৃষ্ণ! হে শাশ্বত দিব্য পুরুষ! কেউই তোমাকে অবগত নয়'	২১৪
'অর্জুন, আমার বিভূতি অন্তহীন'	২১৬
ভগবানের ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য, বল ও বৈভব জগতে অভিব্যক্ত	২১৬
জলাশয়ের মধ্যে আমি সাগর	২১৭
যজ্ঞের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ	২১৮
নরগণের মধ্যে আমি সম্রাট	২১৯
সমস্ত বিজ্ঞানের মধ্যে আমি অধ্যাত্ম বিজ্ঞান	২২০
হরণকারীদের মধ্যে আমি সর্বগ্রাসী মৃত্যু	২২০
পাণ্ডবদের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়	২২১
ভগবানের অচিন্ত্য বৈভব এই জগতে কেবল আংশিক প্রকাশিত	২২৩

দশম অধ্যায়

বিভূতি-যোগ

সংক্ষিপ্তসার

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় সখা অর্জুনের হিতের জন্য পূর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর তত্ত্ব শোনাচ্ছেন। তিনি বললেন যে, তাঁর কথা দেবতা বা মহর্ষিগণও অবগত নন। যিনি তাঁকে অনাদি, জন্মরহিত ও সমস্ত জগতের মহেশ্বররূপে জানেন, মানুষের মধ্যে কেবল তিনিই পাপ ও মোহ থেকে মুক্ত হন। সকল সদ্‌গুণ তাঁর থেকেই উৎপন্ন হয়।

চতুর্দশ মনু, চতুষ্কুমার এবং সপ্ত মহর্ষি—যাঁরা জগতের প্রজা সৃষ্টি করেছেন, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের মন থেকে উৎপন্ন হয়েছেন। জড় ও চেতন জগৎসমূহের সকল কিছুর তিনিই উৎস। এই কথা জেনে জ্ঞানীগণ অনন্য ভক্তিযোগে তাঁর ভজনা করেন। যাঁরা ভক্তিযুক্ত সেবায় রত, সেই ভক্তদের তিনি বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। জ্ঞানের উজ্জ্বল দীপে তিনি তাদের হৃদয়-মন্দিরের মোহ-অন্ধকার নাশ করেন।

অর্জুন তখন শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর দিব্য বিভূতি বর্ণনার জন্য অনুরোধ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, তাঁর ঐশ্বর্য-বৈভব অন্তহীন। তিনি কেবল কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেবেন। এরপর ভগবান তাঁর অপরিসীম, অচিন্ত্য বিভূতিসমূহ বর্ণনা করতে লাগলেন। জগতের যা কিছু ঐশ্বর্যশালী ও মহিমান্বিত, যা কিছু সৌন্দর্যমন্ডিত ও চমৎকার, যা কিছু বল-বীর্যযুক্ত—সকলই শ্রীকৃষ্ণের অন্তহীন বৈভবের প্রকাশ, তাঁর শক্তির প্রতীক, তাঁর প্রতিভূ। ভগবান তার আংশিক বর্ণনা দান করলেন। সবশেষে তিনি অর্জুনকে বললেন যে, তিনি কেবল তাঁর শক্তির একাংশের দ্বারা এই সমগ্র মহাজগতে ব্যাপ্ত রয়েছেন।

● ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের উৎস পরমেশ্বর

শ্লোক ১-৩

পরমেশ্বর ভগবান বললেন ঃ হে মহাবাহো! তুমি আমার প্রিয়পাত্র। তাই তোমার হিতের জন্য আমি পূর্বে যা ব্যাখ্যা করেছি, তার থেকেও উৎকৃষ্ট তত্ত্ব বলছি, এখন পুনরায় তা শ্রবণ কর।

দেবতাগণ বা মহর্ষিগণও আমার উৎপত্তি অবগত নন। কারণ আমি দেবতা ও মহর্ষিদেরও আদি উৎস।

যিনি আমাকে জন্মরহিত, অনাদি, সমস্ত লোকসমূহের পরম ঈশ্বর বলে জানেন, মানবগণের মধ্যে কেবল তিনিই মোহশূন্য হয়ে সর্বপাপ থেকে মুক্ত হন।

বিশ্লেষণ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। এই জগতে প্রকট থাকা কালে তিনি তাঁর ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণরূপে প্রকাশ করেছিলেন।

সপ্তম অধ্যায় থেকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর বিভিন্ন শক্তি ও তারা কিভাবে ক্রিয়া করছে তা ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে তিনি তাঁর বিশেষ বিভূতি বা ঐশ্বর্যের কথা তাঁকে শোনাচ্ছেন। সাধুসঙ্গে ভগবানের কথা শ্রবণে ভগবদ্ভক্তি উত্তরোত্তর দৃঢ় ও প্রবল হয়। ভগবান স্পষ্টভাবে বলছেন যে, অর্জুনের মঙ্গলের জন্যই এই সব পারমার্থিক তত্ত্ব আলোচিত হচ্ছে।

ভগবান আদিহীন, জন্মরহিত, অজ। জীবও অজ বা জন্মরহিত। কিন্তু ভগবানের অনুৎকৃষ্টা মায়াশক্তিতে প্রভাবিত হয়ে জীব বিভিন্ন জড় দেহ ধারণ করে এবং দেহান্তরিত হতে থাকে। ভগবান জীব থেকে ভিন্ন। ভগবান সর্বদা সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, জড় জগতে তিনি আবির্ভূত হলেও তিনি অজ বা জন্মরহিত থাকেন। যেমন, তিনি যখন দেবকীপুত্র রূপে আবির্ভূত হন, তখন তিনি তাঁর চিন্ময় স্বরূপে চতুর্ভুজ মূর্তিতে আবির্ভূত হন। পরে দেবকী ও বসুদেবের প্রার্থনায় তিনি ছোট্ট শিশু রূপে প্রকটিত হন।

সব কিছুই ভগবান থেকে উদ্ভূত হয়েছে, তাই ভগবান সব কিছুর আদি কারণ।

শব্দার্থ ঃ ষড়ৈশ্বর্য—ভগবানের ছয়টি ঐশ্বর্যঃ (১) সমগ্র ঐশ্বর্য, (২) সমগ্র বীর্য, (৩) সমগ্র যশ, (৪) সমগ্র সৌন্দর্য, (৫) সমগ্র জ্ঞান, (৬) সমগ্র বৈরাগ্য।

মনোধর্মী—যারা নিজেদের মানসিক জল্পনা-কল্পনা প্রসূত মতবাদকে প্রকৃত জ্ঞান বলে মনে করে, কিন্তু প্রামাণিক শাস্ত্রসমূহ উপলব্ধি করতে পারে না।

সমস্ত সৃষ্টির পূর্বেও তিনি ছিলেন। সমস্ত দেব-দেবীরা সৃষ্ট হয়েছেন, এবং ভগবানই তাঁদের স্রষ্টা। তিনি ঋষিদেরও স্রষ্টা এবং সমস্ত গ্রহলোকের ঈশ্বর।

শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে যা কিছু করা হয় তা অপ্রাকৃত। জড় জগতে আমাদের ধারণায় শুভ ও অশুভ রয়েছে, কিন্তু এই ধারণাগুলি অলীক। এই জগতে সবই অশুভ, কারণ জড় জগতের আবরণটাই অশুভ। কিন্তু আমরা যখন সদ্‌গুরু, সাধু ও শাস্ত্রনির্দেশে ভক্তিযোগে ভগবানের প্রতি সেবাপরায়ণ হই, তখন আমাদের সেই সেবা সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত ও মঙ্গলময় হয়ে ওঠে।

● সর্বগুণাবলী ভগবান হতে উৎপন্ন

শ্লোক ৪-৫

বুদ্ধি, জ্ঞান, মোহ ও সংশয়মুক্তি, ক্ষমা, সত্যনিষ্ঠতা, দম, শম, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমচিত্ততা, সন্তোষ, তপস্যা, দান, যশ, অযশ—জীবসত্তার এই সমস্ত গুণাবলী কেবল আমার থেকেই উৎপন্ন হয়।

বিশ্লেষণ

জীবের ভাল-মন্দ সমস্ত রকম গুণাবলী শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্ট, আর এখানে সেগুলি বর্ণিত হয়েছে।

বুদ্ধি ও জ্ঞান—বিষয় বস্তুর যথাযথ বিশ্লেষণ করা ক্ষমতাকে বলা হয় বুদ্ধি। আর জড় পদার্থের সঙ্গে চেতন আত্মার পার্থক্য উপলব্ধিকে বলা হয় জ্ঞান। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত জ্ঞান জড় জ্ঞান, তা কেবল জড় দেহের প্রয়োজনের অভিমুখে পরিচালিত। সেখানে আত্মা সম্পর্কে শিক্ষাদানের বা জ্ঞানার্জনের কোন ব্যবস্থা নেই, তাই আধুনিক জড় শিক্ষাব্যবস্থা অসম্পূর্ণ।

অসংমোহ—মোহ বা সংশয় হতে মুক্ত হওয়া তখনই সম্ভব হয়, যখন কেউ সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ করে অপ্রাকৃত দর্শনতত্ত্ব উপলব্ধির দিকে অগ্রসর হন।

ক্ষমা অনুশীলন করা উচিত, অন্যের ক্ষুদ্র ভুল-ত্রুটি মার্জনা করা উচিত।

সত্যবাদিতার তাৎপর্য হচ্ছে অপরের হিতের জন্য দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকৃত সত্য বলা উচিত। সত্য অপ্রিয় হলেও অপরের কল্যাণের জন্য তা বলা উচিত। সত্যকে বিকৃত করা উচিত নয়।

শব্দার্থ ঃ দম—বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহের সংযম; শম—অন্তরেন্দ্রিয় বা মনের সংযম।

দম বা ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের অর্থ হচ্ছে অনর্থক ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করার জন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে ব্যবহার না করা।

শম বলতে মনকে অর্থহীন চিন্তা থেকে বিরত করা বোঝায়। কেবল অর্থ উপার্জনের চিন্তায় সারা জীবন মনকে নিযুক্ত করলে জীবনের মহা অপচয় হয়।

সুখ কেবল কৃষ্ণভাবনামৃতের তত্ত্বজ্ঞান অনুশীলনের পক্ষে যা অনুকূল তার মধ্যেই নিহিত।

দুঃখ যা কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল, তা আসলে দুঃখদায়ক। তাই কৃষ্ণভাবনার যা সহায়ক তা গ্রহণ করা উচিত, যা কৃষ্ণভাবনার বাধাস্বরূপ বা প্রতিকূল তা বর্জনীয়।

জন্ম ও মৃত্যু কেবল জড় দেহের হয়, আত্মার নয়। জড় জগতে দেহ ধারণ করলে জন্ম-মৃত্যু অনুভূত হয়, কিন্তু প্রকৃত আত্মসত্তার জন্ম-মৃত্যু বলে কিছু নেই।

ভয়-অভয়—ভবিষ্যৎকে কেন্দ্র করে সকলে ভয়ে উৎকণ্ঠিত, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত জানেন যে, তাঁর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় করে তিনি তাঁর নিত্য আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যাবেন, তাই তাঁর কোন উৎকণ্ঠা নেই। কৃষ্ণভাবনামৃতই চিরতরে ভয় থেকে মুক্ত হবার একমাত্র উপায়।

অহিংসা হচ্ছে অপরের কোন অনিষ্ট না করা বা কাউকে বিভ্রান্ত না করা। তাই যে সংস্থা বা যে আন্দোলন মানুষকে পরমার্থ উপলব্ধির পথে নিয়ে যায় না, তা মানব শরীরের প্রতি হিংসামূলক আচরণ করে। কারণ তাতে মানুষ জীবনের পরম উদ্দেশ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়। যে প্রয়াস সমগ্র জনসাধারণকে দুঃখমুক্তি ও দিব্য আনন্দ লাভের দিকে নিয়ে চলে, সেটিই প্রকৃত অহিংসা।

সমচিত্ত বলতে বোঝায় জড়-জাগতিক বিষয়ে বেশি আসক্ত বা বেশি বিরক্ত না হয়ে, নিস্পৃহ অন্তরে কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবায় চিত্ত নিমগ্ন করা।

তুষ্টি বা **সন্তোষ** হচ্ছে অনর্থক সঞ্চয়ের চেষ্টায়, কর্মে লিপ্ত না হয়ে, ভগবানের কৃপায় যা স্বাভাবিকভাবে লাভ হয়, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা।

তপ হচ্ছে কৃচ্ছ্রসাধন--যেমন ভোরে উঠে স্নান করা, উপবাস করা।

দান সম্বন্ধে শাস্ত্রনির্দেশ হচ্ছে, উপার্জিত অর্থের অর্ধেকটা সৎকর্মে দান করতে হয়। শ্রীকৃষ্ণের বা তাঁর ভক্তের সেবায় উৎসর্গ করাই হচ্ছে প্রকৃত সৎকর্ম। কারণ শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সৎ। ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ বা সন্ন্যাসীকে দান করা কর্তব্য, কারণ তাঁরা ঘরে ঘরে গিয়ে গৃহস্থকে মোহনিদ্রা থেকে

জাগরিত করেন, জীবনের পরম উদ্দেশ্য লাভে তাদের অনুপ্রাণিত করেন। তাই মানব সমাজে কৃষ্ণভাবনার অমৃতপ্রদ দর্শন প্রচারের জন্য দান করা হচ্ছে সমাজের শ্রেষ্ঠ কল্যাণের কার্য।

যশ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ অনুসারে লাভ করা উচিত। মহাপ্রভু বলেছেন, "যখন কোন মানুষ মহান ভক্ত হন, তখন তিনি যশস্বী হন।" কোন মানুষ কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি করলেই প্রকৃত যশ অর্জন করেন। এই যোগ্যতা না থাকলে কেউই যশস্বী নন।

এই গুণগুলি দেব ও মানব সব সমাজে আছে, এমন কি উচ্চতর লোকগুলিতেও তা বর্তমান। যিনি নিরন্তর কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত, তাঁর মধ্যে ভগবানের ব্যবস্থাপনায় এই গুণগুলি বিকশিত হয়।

● ভগবান সমস্ত জগতের এবং প্রজা-স্রষ্টাদের উৎস

শ্লোক ৬-৮

সপ্তমহর্ষি, তাঁদের পূর্বজাত সনকাদি চারকুমার এবং চতুর্দশ মনু, যাঁদের থেকে এই জগতের সমস্ত প্রজার (জীবসমূহের) সৃষ্টি হয়েছে, তাঁরা আমারই মন থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

যিনি আমার এই বিভূতি ও যোগশক্তি তত্ত্বগতভাবে জানেন, তিনি অবিচলিতভাবে আমার সেবায় যুক্ত হন, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আমিই সমস্ত জড় ও চেতন জগৎ সমূহের উৎস। সব কিছু আমার থেকেই প্রবর্তিত হয়। যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা এই তত্ত্ব জেনে সর্বান্তঃকরণে আমার ভজনায় নিরত হন।

বিশ্লেষণ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রজাগণের বংশানুক্রমিক সৃষ্টির বিবরণ দান করেছেন। সৃষ্টির আদিতে পরমেশ্বর ভগবানের হিরণ্যগর্ভ নামক শক্তি থেকে প্রথম জীব ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মা হতে চারজন মহর্ষি—সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার; তারপর সপ্তঋষি এবং তারপর চতুর্দশ মনুর সৃষ্টি হয়। এই পঁচিশ

জন মহর্ষিরা হচ্ছেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের জীবদের পিতৃকুল। দেবতাদের হিসাবের এক হাজার বছর তপস্যার পর ব্রহ্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় জানতে পারেন কিভাবে সৃষ্টি করতে হবে। তারপর ব্রহ্মার মাধ্যমে ভগবানের শক্তি থেকে চার কুমার বা চতুঃসন, রুদ্র, সপ্ত ঋষি, সমস্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা প্রকাশিত হন। ব্রহ্মাকে পিতামহ বলা হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে প্রপিতামহ বলা হয়, কারণ তিনি ব্রহ্মারও পিতা। ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ে (১১/৩৯) তা বলা হয়েছে।

সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে ঘোষিত হয়েছে যে, ব্রহ্মা, শিব আদি সমস্ত দেব-দেবীর উৎস হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। *অথর্ববেদে* বলা হয়েছে, *যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ গাপয়তি স্ম কৃষ্ণঃ*—"ব্রহ্মা, যিনি পূর্বকালে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেন, তিনি সেই জ্ঞান সৃষ্টির আদিতে শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে প্রাপ্ত হন।" *নারায়ণ উপনিষদে* বলা হয়েছে, *একো বৈ নারায়ণ আসীন্ ন ব্রহ্মা ন ঈশানো নাপো নাগ্নিসমৌ নেমে দ্যাবা পৃথিবী ন নক্ষত্রাণি ন সূর্যঃ*—"সৃষ্টির আদিতে কেবল পরম পুরুষ নারায়ণ ছিলেন। ব্রহ্মা ছিলেন না, শিব ছিলেন না, অগ্নি ছিলেন না, আকাশে চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র ছিল না। কেবল শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, যিনি সব কিছু সৃজন করেন এবং রমণ করেন।"

যাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো প্রামাণ্য সূত্র থেকে এই জ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁরা অনন্য ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হন। অন্যরা, যারা কৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেনি, তারা নিতান্তই মূর্খ। মূর্খদের প্রলাপে বিভ্রান্ত না হয়ে, দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে ভক্তিযোগ অনুশীলন করা উচিত।

● ভগবান বুদ্ধিযোগ দান করেন অজ্ঞান-অন্ধকার নাশ করেন

শ্লোক ৯-১১

যাঁদের চিত্ত ও প্রাণ আমাতে সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত, আমার সেই শুদ্ধ ভক্তগণ পরস্পরের মধ্যে আমার কথা আলোচনা করে এবং পরস্পরকে আমার সম্বন্ধে বুঝিয়ে পরম সন্তোষ ও অপ্রাকৃত আনন্দ লাভ করেন।

যাঁরা সতত ভক্তিযুক্ত হয়ে প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন, তাঁদের আমি প্রকৃত বুদ্ধিযোগ দান করি, যার সাহায্যে তাঁরা আমার কাছে ফিরে আসতে পারেন।

তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য আমি তাঁদের অন্তরে বিরাজমান হয়ে উজ্জ্বল জ্ঞানপ্রদীপের দ্বারা তাঁদের অজ্ঞানতাজনিত মোহ-অন্ধকার নাশ করি।

বিশ্লেষণ

ভগবানের শুদ্ধ ভক্তগণ পূর্ণরূপে ভগবানের প্রতি প্রেমময় সেবায় যুক্ত, তাঁদের মন কেবল শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে অনুরক্ত। তাঁরা চব্বিশ ঘন্টাই ভগবানের দিব্য-লীলাসমূহ কীর্তনে মগ্ন থাকেন, এবং পরস্পরের সঙ্গে ভগবানের কথা আলোচনা করে গভীর আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করেন। এই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তিযোগকে হৃদয়ে বীজ বপনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন গ্রহে অসংখ্য জীব ভ্রমণ করছে। এর মধ্যে কোনো ভাগ্যবান জীব যখন শুদ্ধ ভক্তের কৃপা লাভ করেন, তখন তিনি ভক্তিসেবায় যুক্ত হবার একটি সুযোগ পান। ভক্তিযোগ বীজের মতো। যখন তিনি অবিরাম—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র শ্রবণ-কীর্তনরূপ জলসিঞ্চন করতে থাকেন, তখন সেই বীজ অঙ্কুরিত হয় ও বর্ধিত হতে থাকে। তাঁর সেই ভক্তিরূপ লতাটি বর্ধিত হয়ে এই ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করে চিদাকাশে গোলোক বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল স্পর্শ করে এবং ফুল ও ফলে শোভিত হয়। সেই সময় ভক্ত পূর্ণ ভগবৎ-প্রেমে নিমগ্ন হন। তখন তিনি এক মুহূর্তও ভগবানকে ভুলে থাকতে পারেন না, ঠিক যেমন জল ছাড়া মাছ থাকতে পারে না। অবশ্য এ সময় সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়— ভক্তচরণে অপরাধ-রূপ মত্ত হস্তী যেন লতাটির ক্ষতি সাধন না করে এবং শ্রবণ-কীর্তনরূপ বারি সিঞ্চনের অভাবে লতাটি যেন শুষ্ক হয়ে না যায়।

লক্ষ লক্ষ জন্ম ধরে আমরা জড় জগতে ভ্রমণ করে চলেছি। ফলে আমাদের চিত্ত জড় কলুষে আচ্ছন্ন হয়েছে। অজ্ঞানতা ও মোহরূপ গভীর অন্ধকার আমাদের চিত্ত ও মনকে গ্রাস করেছে। মানসিক জল্পনা-কল্পনার দ্বারা এই মোহ ও অজ্ঞানতা থেকে মুক্ত হওয়া অসম্ভব। একমাত্র পন্থা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণচরণে অনুরক্ত হওয়া, প্রীতিপূর্বক ভগবানের প্রেমপূর্ণ সেবায় নিয়োজিত হওয়া। তখন ভগবান উজ্জ্বল জ্ঞানরূপ দীপের দ্বারা ভক্তের অজ্ঞান-তামস ও মোহ সম্পূর্ণ বিদূরিত করেন। তখন তাঁর কাছে সবকিছু যথার্থভাবে প্রতিভাত হয়, শাশ্বত চিদ্বৈচিত্র্য হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়।

সদ্‌গুরুর আশ্রিত হয়ে ভজনশীল কোন ভক্ত যদি অশিক্ষিতও হন এবং তাঁর যদি বৈদিক জ্ঞান ও উপযুক্ত বুদ্ধি নাও থাকে, শ্রীকৃষ্ণই অন্তর থেকে তাঁকে এমনভাবে পরিচালিত করেন, যাতে তিনি তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারেন।

● **হে কৃষ্ণ! হে শাশ্বত দিব্য পুরুষ! কেউই তোমাকে অবগত নয়**

শ্লোক ১২-১৫

অর্জুন তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন— তুমি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র, পরম পুরুষ। তুমি শাশ্বত দিব্য আদি পুরুষ, তুমি জন্মরহিত ও বিভু। সমস্ত মহান ঋষিগণ, যেমন দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস—সকলেই এই সত্য বর্ণনা করেছেন, আর এখন তুমি নিজেও আমাকে তা বলছ।

হে কেশব! তুমি আমাকে যা বলেছ, তা সমস্তই আমি সত্য বলে মনে করি। হে ভগবান! দেবতা অথবা দানবেরা কেউই তোমার তত্ত্ব যথাযথভাবে অবগত নন। হে পুরুষোত্তম! হে ভূতেশ! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! প্রকৃতপক্ষে কেবল তুমিই তোমার চিৎ-শক্তির দ্বারা নিজের সম্বন্ধে অবগত আছ।

বিশ্লেষণ

শ্রীকৃষ্ণই যে পরমপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান, সেই সম্বন্ধে অর্জুন ছিলেন সম্পূর্ণ নিঃসংশয়। তাই তিনি দৃঢ়কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের পরম ভগবত্তা এখানে ঘোষণা করলেন। সমস্ত বৈদিক সাহিত্যে ঘোষিত হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম তত্ত্ব। সমস্ত পুরাণ ও ইতিহাসেও যুগ যুগ ধরে এই সত্য প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণ হতে উদ্ভূত হয়েছে, তিনিই সর্ব কারণের কারণ, সব কিছুর আশ্রয়। তিনি শাশ্বত দিব্যপুরুষ, তিনি সমস্ত দৈহিক প্রয়োজন ও জন্ম-মৃত্যুর ঊর্ধ্বে। পরব্রহ্মই সবকিছুর আশ্রয়, এমনকি ব্রহ্মেরও, এবং শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরব্রহ্ম, সমস্ত অভিপ্রকাশের চরম তত্ত্ব।

ভগবদ্‌গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবানও তার পুনরাবৃত্তি করেছেন, "যদিও আমি অজ, অপ্রাকৃত, তবুও ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য এই পৃথিবীতে আমি আবির্ভূত হই।"

বেদে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম পবিত্র। যিনি তা উপলব্ধি করতে পারেন, তিনি সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণরূপে পবিত্র হন। অর্জুন এখানে ভগবানকে পরম পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন। বৈদিক শাস্ত্রে তা স্বীকৃত হয়েছে। মুনি-ঋষিরাও তা প্রতিপন্ন করেছেন, যাঁদের মধ্যে দেবর্ষি নারদ অন্যতম। আসুরিক মানুষ শ্রীকৃষ্ণকে কখনও বুঝতে পারে না। যিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পিত, তিনি তাঁকে উপলব্ধি করতে পারেন।

দুর্ভাগ্যবশত আধুনিক যুগের তথাকথিত দার্শনিকেরা তাদের কেতাবি বিদ্যার অহঙ্কারে অত্যন্ত স্ফীত, কিন্তু কেতাবি বিদ্যায় কখনও ভগবদ্গীতা উপলব্ধি করা যায় না। তা উপলব্ধি করতে হয় পারম্পর্য সূত্রে, চতুর্থ অধ্যায়ের শুরুতেই শ্রীকৃষ্ণ তা বর্ণনা করেছেন। পরম্পরা ধারা কালক্রমে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল; সেই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মাধ্যমে আবার তা প্রবর্তন করলেন। যদি আমরা যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে চাই, তা হলে অর্জুনের মতো ভগবানের সমস্ত নির্দেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

শ্লোক ১৬-১৮

অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আরও বললেন, "তোমার যে সমস্ত বিভূতির দ্বারা তুমি এই সমগ্র লোকসমূহে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছ, তোমার সেই সব দিব্য আত্ম-বিভূতি সম্যকরূপে কেবল তুমিই বর্ণনা করতে সক্ষম।

হে কৃষ্ণ! হে যোগেশ্বর! কিভাবে সর্বদা তোমার চিন্তা করব এবং তোমাকে জানতে পারব? হে ভগবন্! তোমার নানাবিধ কি কি রূপের মাধ্যমে আমি তোমার ধ্যান করব?

হে জনার্দন! তোমার যোগ ও বিভূতি বিশদভাবে আমাকে আবার বল। কারণ তোমার অমৃতময় কথা শ্রবণ করেও আমার তৃপ্তি হচ্ছে না, আমি আরও শুনতে আকাঙ্ক্ষা করি।"

বিশ্লেষণ

কোন সাধারণ মানুষ, নাস্তিক ও অসুরেরা ভগবানকে জানতে পারে না, কারণ ভগবান সর্বদাই তাঁর যোগমায়া শক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত থাকেন। কিন্তু উত্তম ভক্ত পরম বৈষ্ণব অর্জুন সাধারণ মানুষ ও নাস্তিকদের জন্য, তাদের সন্দেহ নিরসনের

শব্দার্থ ঃ বিভু—সর্বশ্রেষ্ঠ, মহত্তম।

জন্য শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রশ্নগুলি করেছেন। এই হচ্ছে উত্তম ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ, তিনি অহৈতুকী কৃপাপরায়ণ। তিনি তাঁর সখা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই অনুরোধ করছেন, কিভাবে তিনি তাঁর অনন্ত বৈভবের মাধ্যমে সমস্ত লোকে বিরাজমান, তিনি যেন তা সবিস্তারে বর্ণনা করেন, যাতে ভবিষ্যতের মানুষ ও নাস্তিকেরা শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ হয়।

● অর্জুন, আমার বিভূতি অন্তহীন

শ্লোক ১৯

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে অর্জুন! আমার দিব্য বিভূতিসমূহ অন্তহীন। আমি কেবল আমার প্রধান প্রধান কয়েকটি বিভূতির কথা বলব, তুমি শ্রবণ কর।

বিশ্লেষণ

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সমগ্র সৃষ্টিতে ব্যক্ত হয়েছে ভগবানের অন্তহীন, অচিন্তনীয় শক্তি ও বৈভব। শ্রীকৃষ্ণ এতই মহান এবং তাঁর অসাধারণ বৈভবের প্রকাশ এতই সীমাহীন যে, আমরা তা ধারণাও করতে পারি না। তাই শ্রীকৃষ্ণ এখানে কেবল তাঁর প্রধান কিছু শক্তির প্রকাশের কথা বর্ণনা করতে সম্মত হয়েছেন।

● ভগবানের ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য, বল ও বৈভব জগতে অভিব্যক্ত

শ্লোক ২০-২১

হে গুড়াকেশ! আমিই সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মা। আমিই সর্বভূতের আদি, মধ্য ও অন্ত।

আদিত্যদের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কসমূহের মধ্যে আমি মহাকিরণশালী সূর্য। মরুতগণের মধ্যে আমি মরীচি এবং নক্ষত্রদের মধ্যে আমি চন্দ্র।

বিশ্লেষণ

শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে অর্জুনকে *গুড়াকেশ* বলে সম্বোধন করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে যিনি নিদ্রারূপ তামসকে জয় করেছেন। যারা অজ্ঞানতার আঁধারে ঘুমিয়ে আছে, তারা ভগবান কিভাবে জড় ও চিন্ময় সৃষ্টিতে নিজেকে প্রকাশ করেন, তা জানতে

পারে না। অর্জুন অজ্ঞানতারূপ নিদ্রা জয় করেছেন, তাই ভগবান তাঁকে তাঁর বিভিন্ন বৈভবের কথা শোনাচ্ছেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই বলছেন যে, তিনি সর্বভূতের আত্মা। ভগবান সৃষ্টির প্রারম্ভে পুরুষাবতার রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। প্রথম পুরুষাবতার বা মহাবিষ্ণু হতে সব কিছু প্রকাশিত হয়। তাই তিনি মহৎ-তত্ত্ব বা ব্রহ্মাণ্ডের উপাদানেরও আত্মা। ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হলে তিনি প্রতিটি জীবসত্তার অন্তরে পরমাত্মারূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। যেমন চিন্ময় স্ফুলিঙ্গ আত্মার উপস্থিতি ছাড়া জড় দেহ সক্রিয় বা বিকশিত হতে পারে না, তেমনই ভগবানের উপস্থিতি ব্যতীত জড়-জগতেরও কোন বিকাশ হতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন জড় বিশ্বের প্রকাশ, স্থিতি ও বিনাশের কারণ।

দ্বাদশ আদিত্য রয়েছে, তাঁর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই প্রধান। আকাশে রশ্মি বিকিরণকারী অসংখ্য জ্যোতিষ্কের মধ্যে সূর্য হচ্ছে প্রধান, আর *ব্রহ্মসংহিতায়* সূর্যকে ভগবানের দ্যুতিময় চক্ষু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাশূন্যে ঊনপঞ্চাশ ধরনের বায়ু প্রবাহমান, তাদের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা মরীচি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভূ। রাত্রিকালে অসংখ্য নক্ষত্রদের পটভূমিতে চন্দ্র অত্যন্ত উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়, তাই চন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক।

● জলাশয়ের মধ্যে আমি সাগর

শ্লোক ২২-২৪

সমস্ত বেদের মধ্যে আমি সামবেদ, সমস্ত দেবতাদের মধ্যে আমি ইন্দ্র, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আমি মন এবং সমস্ত জীবসত্তার মধ্যে আমি চেতনা।

রুদ্রদের মধ্যে আমি শিব, যক্ষ ও রাক্ষসদের মধ্যে আমি কুবের, বসুদের মধ্যে আমি অগ্নি এবং সমস্ত পর্বতদের মধ্যে আমি সুমেরু।

হে পার্থ! পুরোহিতগণের মধ্যে আমি প্রধান বৃহস্পতি বলে জানবে। সেনাপতিদের মধ্যে আমি কার্তিকেয় এবং জলাশয়ের মধ্যে আমি সাগর।

বিশ্লেষণ

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, জীবসত্তার চেতনা তিনিই। জড় পদার্থ ও জীবের পার্থক্য হচ্ছে —জড়ের চেতনা নেই, যা জীবের রয়েছে। চেতনা তাই শ্রেষ্ঠ ও নিত্য। জড়

শব্দার্থ ঃ গুড়াকেশ—নিদ্রাকে যিনি জয় করেছেন, এখানে অর্জুন (কারণ অর্জুন তাঁর মোহরূপ নিদ্রাকে ভগবৎ-কৃপায় জয় করেছেন); **তামস**—অন্ধকার।

পদার্থের সমন্বয় ঘটিয়ে কখনই চেতনা সৃষ্টি করা যায় না।

একাদশ রুদ্রের মধ্যে শিব বা শঙ্কর প্রধান। তিনি ভগবানের গুণাবতার, তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তমোগুণের নিয়ন্তা। যক্ষ ও রাক্ষসদের প্রধান কুবের। তিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি। মেরু হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য প্রসিদ্ধ একটি পর্বত।

ইন্দ্র হচ্ছেন স্বর্গলোকের প্রধান দেবতা ও রাজা। তিনি যে গ্রহে আধিপত্য করেন তাকে বলা হয় ইন্দ্রলোক, আর সেখানকার পুরোহিত হচ্ছেন বৃহস্পতি। ইন্দ্র হচ্ছেন সব রাজাদের প্রধান, তাই রাজপুরোহিত বৃহস্পতি পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান। বিভিন্ন জলাধারের মধ্যে সাগর সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণের এই সব অভিব্যক্তি তাঁর পরম মহত্বের প্রতীক।

● যজ্ঞের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ

শ্লোক ২৫-২৬

মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু, বাক্যসমূহের মধ্যে আমি প্রণব, সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ এবং সমস্ত স্থাবর বস্তুর মধ্যে আমি হিমালয়। সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, দেবর্ষিদের মধ্যে আমি নারদ, গন্ধর্বদের মধ্যে আমি চিত্ররথ এবং সিদ্ধদের মধ্যে আমি কপিল মুনি।

বিশ্লেষণ

এই ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন প্রজাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা কয়েকজন সন্তান সৃষ্টি করেন, মহর্ষি ভৃগু তাঁদের অন্যতম। অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গ ওঙ্কার-ধ্বনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক। সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে ভগবানের দিব্য নাম সমন্বিত মহামন্ত্র—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

জপ করা সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। এই মহামন্ত্র শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রতম প্রতীক। এই জপযজ্ঞ সরল ও পবিত্রতম। এখানে পশুবলি প্রভৃতি হিংসার স্থান নেই।

সৃষ্টিতে মহিমান্বিত যা কিছু সব শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পর্বত হিমালয় সবচেয়ে সুন্দর ও বিশাল। অশ্বত্থ বৃক্ষ তাঁরই প্রতীক। এই জগতে ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত হচ্ছেন দেবর্ষি নারদ, তিনি ভগবানের ভক্তরূপী প্রকাশ। গন্ধর্বলোক নামক একটি লোকে সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী গন্ধর্বরা রয়েছে, এঁদের

মধ্যে চিত্ররথ শ্রেষ্ঠ। সমস্ত মুনিদের মধ্যে কপিল মুনি শ্রেষ্ঠ, তিনি হচ্ছেন ভগবানের অবতার। এই কপিল মুনি অবশ্য নাস্তিক সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা কপিল মুনি নন।

● নরগণের মধ্যে আমি সম্রাট

শ্লোক ২৭-২৯

অশ্বদের মধ্যে আমি সমুদ্র-মন্থনের সময় উদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা, হস্তীদের মধ্যে আমি ঐরাবত এবং নরগণের মধ্যে আমি সম্রাট।

অস্ত্রসমূহের মধ্যে আমি বজ্র, গাভীদের মধ্যে আমি কামধেনু, প্রজনন শক্তির মধ্যে আমি কামদেব, সর্পদের মধ্যে আমি বাসুকি, নাগদের মধ্যে আমি অনন্ত, জলচরদের মধ্যে আমি বরুণ, পিতৃ-পুরুষদের মধ্যে আমি অর্যমা এবং দণ্ডদাতাদের মধ্যে আমি যম।

বিশ্লেষণ

দেবতা ও অসুরেরা যখন সমুদ্রমন্থন করেন, তখন অমৃত ও বিষ উঠেছিল। মহাদেব সেই বিষ কণ্ঠে ধারণ করেন। অমৃত হতে অনেক জীবের সৃষ্টি হয়, যাদের মধ্যে ছিল উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব এবং ঐরাবত নামক হস্তী।

মানুষদের মধ্যে দেবগুণাবলীভূষিত ধর্মপরায়ণ রাজা সমস্ত প্রজাগণকে রক্ষা ও পালন করেন, তাই রাজা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভূ। শ্রীরামচন্দ্র, মহারাজ যুধিষ্ঠির, মহারাজ পরীক্ষিত প্রভৃতি নরপতিগণ ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ। ধর্মনীতি হ্রাস পাওয়ায় আধুনিক যুগে রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

অসীম শক্তিশালী বজ্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক। অপ্রাকৃত ধাম কৃষ্ণলোকে রয়েছে সুরভি গাভীগণ, যাদের যে কোন সময় দোহন করলে ইচ্ছামতো পরিমাণে দুধ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ এই সুরভিদের পালন করেন। সুসন্তান উৎপাদনের জন্য সংযত কাম হচ্ছে কন্দর্প, তা শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি।

বহুমস্তক-বিশিষ্ট নাগদের মধ্যে অনন্ত শ্রেষ্ঠ, তেমনই জলচরদের মধ্যে বরুণ শ্রেষ্ঠ। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভু। পাপীদের অনেক দণ্ডদানকারী রয়েছে, তাঁদের মধ্যে যম হচ্ছেন প্রধান। পৃথিবীর কাছাকাছি যমলোক রয়েছে। মৃত্যুর পর পাপীদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। যমরাজ তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা করেন।

● সমস্ত বিদ্যার মধ্যে আমি অধ্যাত্ম বিদ্যা

শ্লোক ৩০-৩২

দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, বশীকারীদের মধ্যে আমি কাল, পশুদের মধ্যে আমি সিংহ এবং পাখিদের মধ্যে আমি বিনতা-তনয় গরুড়।

পবিত্রকারী বস্তুদের মধ্যে আমি বায়ু, শস্ত্রধারীদের মধ্যে আমি পরশুরাম, মৎস্যদের মধ্যে আমি মকর এবং সমস্ত নদীর মধ্যে আমি গঙ্গা।

হে অর্জুন! সকল সৃষ্ট বস্তুর আমি আদি, মধ্য ও অন্ত। সমস্ত বিদ্যার মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা এবং তার্কিকদের তর্কবিদ্যায় আমি অন্তিম সিদ্ধান্ত।

বিশ্লেষণ

দিতি ও অদিতি দুই বোন। অদিতির পুত্রদের বলা হয় আদিত্য, দিতির পুত্রদের বলা হয় দৈত্য। আদিত্যরা ভগবদ্ভক্ত, আর দৈত্যরা ভগবৎ-বিদ্বেষী। প্রহ্লাদ দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করলেও শিশুবয়স থেকে তিনি ছিলেন ভগবানের পরম ভক্ত। তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভূ।

জগতে ধ্বংসকারী অনেক কিছু রয়েছে, কিন্তু কাল সর্বশ্রেষ্ঠ বিনাশকারী শক্তি। কালের প্রভাবে সব কিছুই ধ্বংস হয়, তাই তা শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক। পাখিদের মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর বাহন গরুড় সর্বশ্রেষ্ঠ।

জলচর প্রাণীদের মধ্যে ভয়ঙ্কর প্রাণী মকর শ্রেষ্ঠ। নদীসমূহের মধ্যে গঙ্গা নদী শ্রেষ্ঠ। ভগবানের অবতার পরশুরাম সর্বশ্রেষ্ঠ শস্ত্রধারী।

● হরণকারীদের মধ্যে আমি সর্বগ্রাসী মৃত্যু

শ্লোক ৩৩-৩৫

অক্ষরের মধ্যে আমি অ-কার, সমাসসমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব। সংহারকারীদের মধ্যে আমি অক্ষয় কাল রুদ্র এবং স্রষ্টাদের মধ্যে আমি ব্রহ্মা।

সমস্ত হরণকারীদের মধ্যে আমি সর্বগ্রাসী মৃত্যু, ভবিষ্যতের যা উদ্ভূত হবে আমি তার উদ্ভাবনী নীতি। নারীদের মধ্যে আমি কীর্তি, শ্রী, বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি এবং ক্ষমা।

আমি সামবেদের মধ্যে বৃহৎসাম, সমস্ত ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী, মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ এবং সকল ঋতুর মধ্যে আমি পুষ্প সমারোহময় বসন্ত।

শব্দার্থ ঃ মকর—হাঙর।

বিশ্লেষণ

সংস্কৃত বর্ণমালার প্রথম অক্ষর 'অ'-কার হচ্ছে আদি শব্দ। কাল হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বিনাশকারী, কালের প্রলয়-অগ্নিতে সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই কাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভূ। সমস্ত প্রজাপতি ও জীবসত্তার মধ্যে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভূ।

প্রাণীর জন্মমাত্র প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু তাকে গ্রাস করতে থাকে, তার আয়ু কমতে থাকে। কিন্তু শেষ আঘাত হচ্ছে স্বয়ং মৃত্যু, আর এই মৃত্যু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। এই জড় জগতে জীব যা আজীবন 'আমার' মনে করে সঞ্চয় করে, মৃত্যুর মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ তার সবকিছু নিমেষেই হরণ করে নেন। শ্রীকৃষ্ণ সবকিছুর অধীশ্বর, মালিক। প্রতিটি জীবের জীবনচক্রে রয়েছে ছয়টি অবস্থা—জন্ম, বৃদ্ধি, স্থিতি, প্রজনন, ক্ষয় ও মৃত্যু। মাতৃগর্ভে জীবের উদ্ভবের মাধ্যমে তার ভবিষ্যৎ কার্যকলাপের সূচনা হয়, আর এই উদ্ভব শ্রীকৃষ্ণের শক্তি।

শ্রী, ধৃতি, ক্ষমা প্রভৃতি গুণাবলী যখন কোন নারী অর্জন করেন, তখন তিনি মহিমান্বিতা হন। সুন্দর সুর-ছন্দে ভরা সামবেদ শ্রেষ্ঠ, তা দেবতাদের দ্বারা গীত হয়। সামবেদের একটি অংশ হচ্ছে বৃহৎসাম, যা অপূর্ব সুরমাধুর্যপূর্ণ। ছন্দোবদ্ধ কবিতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে গায়ত্রী মন্ত্র। এই বৈদিক গায়ত্রী মন্ত্রের সাহায্যে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়, তাই তা ভগবানের প্রতিভূ।

মাসসমূহের মধ্যে অগ্রহায়ণ মাস শ্রেষ্ঠ, তখন নতুন ফসল সংগ্রহের সময়। ফলে এই সময় সকলেই তৃপ্ত ও সুখী থাকে। ঋতুরাজ বসন্ত শ্রেষ্ঠ, তখন আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ, আর চারিদিক থাকে বর্ণময় পুষ্পশোভায় আনন্দোজ্জ্বল। এই ঋতু শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক।

● **পাণ্ডবদের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়**

শ্লোক ৩৬-৩৯

আমি বঞ্চনাকারীদের মধ্যে দ্যূতক্রীড়া, তেজস্বীদের মধ্যে তেজ। আমি বিজয়, আমি উদ্যম, আমি বলবানদের মধ্যে বল।

বৃষ্ণিদের মধ্যে আমি বাসুদেব, পাণ্ডবদের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়, মুনিদের মধ্যে আমি ব্যাস এবং কবিদের মধ্যে শুক্রাচার্য।

আমিই দমনকারী উপায়সমূহের মধ্যে দণ্ড এবং বিজয়লাভেচ্ছুদের মধ্যে নীতি। গুহ্য বিষয়ের মধ্যে আমি মৌন এবং জ্ঞানবানদের মধ্যে জ্ঞান।

হে অর্জুন, সর্বভূতের উৎপাদক বীজও আমি। আমাকে ছাড়া স্থাবর বা জঙ্গম কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

বিশ্লেষণ

সমস্ত রকম প্রবঞ্চনার মধ্যে দ্যূতক্রীড়া শ্রেষ্ঠ, তাই তা শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভূ। প্রতারকদের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ, তাঁর প্রতারণা কেউই রোধ করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তাই তিনি সকল কিছুতেই শ্রেষ্ঠ। তিনি বিজয়ীদের জয়, তেজস্বীর তেজ। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্যমী, শ্রেষ্ঠ দুঃসাহসী এবং সবচেয়ে বলশালী। এই জগতে প্রকট থাকা কালে তিনি সব দিক থেকে সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। শৈশবেই তিনি কেবল তাঁর একটি আঙ্গুলে গিরিগোবর্ধন পর্বত উত্তোলন করেছিলেন। তিনি ছিলেন তুলনারহিত বলবান, দুঃসাহসী, তেজস্বী ও প্রবঞ্চক।

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান। তাঁর সাক্ষাৎ প্রকাশ বা কায়ব্যূহ হচ্ছেন বাসুদেব। বাসুদেবের অর্থ বসুদেবের সন্তান। শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব উভয়েই বসুদেবের সন্তানরূপে অবতরণ করেন।

পাণ্ডুপুত্রদের মধ্যে বিখ্যাত অর্জুন হচ্ছেন নরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শৌর্যশালী, তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভূ। বৈদিক জ্ঞানসম্পন্ন মুনিদের মধ্যে ভগবানের অবতার ব্যাসদেব সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি কলিযুগের মানুষকে বৈদিক পরম তত্ত্বজ্ঞান দান করার জন্য বেদকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা রয়েছে, তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যের প্রতিভূ।

দুর্বৃত্তদের শাসন করার জন্য প্রদত্ত দণ্ড শ্রীকৃষ্ণের প্রতিভূ। যারা বিজয়ী হতে চায়, তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়ী শক্তি হচ্ছে নৈতিকতা। শ্রবণ, মনন ও ধ্যান—এই গুপ্ত কার্যাবলীর মধ্যে মৌনতা শ্রেষ্ঠ, যার সাহায্যে দ্রুত আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ হয়। যিনি জড় পদার্থ ও চেতন আত্মার এবং নিকৃষ্টা ও উৎকৃষ্টা প্রকৃতির পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী, আর এই জ্ঞান হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং।

শব্দার্থ ঃ স্থাবর—স্থিতিশীল, অচল; **ধনঞ্জয়**—অর্জুন; **জঙ্গম**—গতিশীল, সচল (জীব)।

● **ভগবানের অচিন্ত্য বৈভব**
এই জগতে কেবল আংশিক প্রকাশিত

শ্লোক ৪০-৪২

হে পরন্তপ! আমার দিব্য বিভূতির কোন অন্ত নেই। আমার অনন্ত বিভূতির কিছু দৃষ্টান্ত মাত্র আমি বললাম।

জেনে রেখো যে, জগতে যা কিছু ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য ও বলযুক্ত, সেই সমস্ত আমারই তেজের অংশমাত্র থেকে সম্ভূত।

হে অর্জুন! অধিক জানার কি প্রয়োজন, কেবল এইমাত্র জেনে রেখো যে, আমি কেবল আমার এক অংশের দ্বারা এই সমগ্র মহাজগতে ব্যাপ্ত হয়ে আছি।

বিশ্লেষণ

ভগবানের শক্তি, ঐশ্বর্য বা বিভূতি অন্তহীন, তা বর্ণনার অতীত। অর্জুনের কৌতূহল পূরণের জন্য ভগবান এখানে কয়েকটি মাত্র উদাহরণ দিয়েছেন।

জড় জগতে বা চিৎজগতে যা কিছু সৌন্দর্যমণ্ডিত, চমৎকার ও ঐশ্বর্যযুক্ত, তা শ্রীকৃষ্ণের অসীম বৈভবের কেবল আংশিক প্রকাশ মাত্র। জগতের নিজস্ব কোন ঐশ্বর্য নেই। সমস্ত ঐশ্বর্য-বৈভবের উৎস হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ।

ভগবান হচ্ছেন অসমোর্দ্ধ; তাঁর ঊর্দ্ধে কেউ নেই, তাঁর সমানও কেউ নেই। শিব-আদি মহান মহান দেবতারাও শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত ঐশ্বর্যের অংশমাত্র। কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব বুঝতে না পেরে তাঁকে শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেব-দেবীর সমান বলে মনে করে, তখন সে ভগবৎ-বিদ্বেষী নাস্তিকে পরিণত হয়।

বিভিন্ন শাস্ত্রের মাধ্যমে সহজেই জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সমস্ত কিছুর উৎস এবং অনন্ত বৈভব ও শক্তি সমন্বিত পরমেশ্বর ভগবান। শুদ্ধ ভক্ত তা জেনে একাগ্রচিত্তে অনন্য ভক্তিতে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত থাকেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'বিভূতি-যোগ' নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

এই অধ্যায়ের কয়েকটি নির্বাচিত শ্লোক ঃ

১

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥

আমি জড় ও চেতন জগতের সব কিছুর উৎস। সব কিছু আমার থেকেই প্রবর্তিত হয়। সেই তত্ত্ব অবগত হয়ে পণ্ডিতগণ শুদ্ধ ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন।

—শ্লোক ৮

২

মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

যাঁদের চিত্ত ও প্রাণ সম্পূর্ণরূপে আমাতে সমর্পিত, তাঁরা পরস্পরের মধ্যে আমার কথা সর্বদাই আলোচনা করে এবং আমার সম্বন্ধে পরস্পরকে বুঝিয়ে পরম সন্তোষ ও অপ্রাকৃত আনন্দ লাভ করেন। **—শ্লোক ৯**

৩

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

যাঁরা নিত্য ভক্তিযোগের দ্বারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁদের শুদ্ধ জ্ঞানযুক্ত বুদ্ধিযোগ দান করি, যার দ্বারা তাঁরা আমার কাছে ফিরে আসতে পারেন।

—শ্লোক ১০

৪

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥

তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য আমি তাঁদের হৃদয়ে অবস্থিত হয়ে, উজ্জ্বল জ্ঞানপ্রদীপের দ্বারা অজ্ঞানজনিত মোহান্ধকার নাশ করি। **—শ্লোক ১১**

৫

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥

অর্জুন বললেন—তুমি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র, শাশ্বত পরম পুরুষ। তুমি নিত্য, দিব্য, আদি দেব, জন্মরহিত ও বিভু। **—শ্লোক ১২**

৬

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥

ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রী-সম্পন্ন ও বল-প্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে, সেই সবই আমার তেজাংশসম্ভূত বলে জানবে। —শ্লোক ৪১

অনুশীলনী—১০

১। সঠিক উত্তরে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন ঃ

ক) দেবতা ও মহর্ষিগণও শ্রীকৃষ্ণের আদি সম্বন্ধে জানেন না, কারণ

☐ শ্রীকৃষ্ণ দেবতা ও মহর্ষিদেরও উৎস বা উৎপত্তির কারণ।
☐ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর আদিরূপে নিরাকার ব্রহ্ম ছিলেন।
☐ শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকেন।

খ) যে কোন মানুষ মোহ ও অজ্ঞানতার আঁধার থেকে মুক্ত হতে পারেন,

☐ যদি তিনি প্রচুর পড়াশুনা করে দীর্ঘ এক তালিকা ডিগ্রী লাভ করেন।
☐ যদি তিনি পদার্থের গবেষণা করে নতুন তথ্য আবিষ্কার করেন।
☐ যদি তিনি ভগবানকে সব কিছুর পরম উৎস রূপে জেনে ঐকান্তিকভাবে ভগবানের শরণাগত হন।

গ) জড় বিদ্যা, গবেষণা, যুক্তিবিচার দ্বারা কখনই শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করা যায় না, কারণ—

☐ জড়ীয় জল্পনা-কল্পনার দ্বারা অপ্রাকৃত-তত্ত্ব ভগবানকে উপলব্ধি করা জীবের পক্ষে অসম্ভব।
☐ অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান অন্ধবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।
☐ শ্রীকৃষ্ণকে কোন উপায়েই উপলব্ধি করা জীবের পক্ষে অসম্ভব।

ঘ) জড় ও চিন্ময় জগতে সকল কিছুর মধ্যে প্রকাশিত ঐশ্বর্য-শ্রী-বল-বৈভবাদির পরম উৎস হচ্ছেন—

[ ] দেবাদিদেব শিব।
[ ] মহামায়া।
[ ] সর্বলোক-মহেশ্বর, সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ।

২। সত্য-মিথ্যা নিরূপণ করুন ঃ

[ ] ক) জড় ও চিন্ময় সমস্ত জগৎ-সমূহের উৎস হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ।
[ ] খ) শিব আদি মহান মহান দেবতারাও শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত ঐশ্বর্যের অংশ।
[ ] গ) যে মতবাদ মানুষকে আত্ম-উপলব্ধি বা ভগবৎ-উপলব্ধির পথে উৎসাহিত না করে অন্য কোন উদ্দেশ্যে উৎসাহিত করে, তা হিংসামূলক।
[ ] ঘ) শ্রীকৃষ্ণের মতো আরও অনেক শক্তিশালী ও ঐশ্বর্যশালী দেবতা রয়েছেন।
[ ] ঙ) শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শক্তির অর্ধাংশ দ্বারা এই মহাজগতে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন।
[ ] চ) এই জগতের নিজস্ব কোন ঐশ্বর্য নেই।
[ ] ছ) জড় অনিত্য, কিন্তু চেতনা নিত্য।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

ক) _____ দৈত্যকুলে জন্মালেও শিশুকাল থেকেই ছিলেন একজন ভগবদ্ভক্ত।

খ) এই সৃষ্টিতে _____ হচ্ছেন পিতামহ কিন্তু _____ হচ্ছেন প্রপিতামহ।

গ) ভগবান তাঁর শরণাগত ভক্তকে এমন _____ প্রদান করেন, যাতে ভক্ত তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারেন।

ঘ) ভগবান উজ্জ্বল জ্ঞানদীপের দ্বারা তাঁর ঐকান্তিক ভক্তের _____ ও _____ অন্ধকার নাশ করেন।

ঙ) সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শক্তিশালী হচ্ছে _____।

চ) দেবর্ষিদের মধ্যে _____ শ্রেষ্ঠ, মুনিদের মধ্যে _____ শ্রেষ্ঠ। ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রের মধ্যে _____ মন্ত্র শ্রেষ্ঠ, সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে _____ শ্রেষ্ঠ।

৪। ভগবদ্‌গীতার দর্শনের ভিত্তিতে নীচের বক্তব্যগুলি আলোচনা করুন ঃ

ক) শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন জগতে অভিব্যক্ত সমস্ত শক্তি, সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের পরম উৎস।

খ) শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত দেব-দেবী ও মহর্ষিদের সম্বন্ধে অবগত, কিন্তু তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি পূর্ণরূপে অবগত নন।

গ) ভক্ত অল্পবুদ্ধি হলেও ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারেন, কারণ ভগবান তাঁকে সাহায্য করেন।

ঘ) ভগবান তাঁর ভক্তের মোহ ও অজ্ঞানতা বিনষ্ট করেন।

ঙ) যাঁরা জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অন্তহীন বিভূতির উৎস, তাঁরা অনন্য ভক্তিতে ভগবৎ-সেবায় রত হন।

৫। সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ

ক) দেবতা ও মহর্ষিরাও কেন শ্রীকৃষ্ণকে জানেন না?

খ) কৃষ্ণভক্তের কোন ভয় বা উৎকণ্ঠা থাকে না কেন?

গ) মানুষের মধ্যে কে মোহ ও পাপ থেকে মুক্ত হতে পারেন?

ঘ) আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা অসম্পূর্ণ কেন?

ঙ) ভগবানকে অসমোর্ধ্ব বলা হয় কেন?

চ) ধ্বংসকারীদের মধ্যে কি শ্রেষ্ঠ? কেন?

ছ) জ্ঞান-গর্বস্ফীত পণ্ডিতেরা কেন শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না?

জ) শম ও দম কাকে বলে লিখুন।

ঝ) 'বুদ্ধি' ও 'জ্ঞান' প্রকৃত অর্থে কাকে বলে?

ঞ) ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধির উপায় কি?

ট) শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ হরণকারী?

৬। যথাযথ উত্তর দাও ঃ

ক) বিভূতি বলতে কি বোঝায়? কার বিভূতি অন্তহীন? তাঁর বিভূতির মুখ্য কয়েকটি উদাহরণ দিন।

খ) শ্রীকৃষ্ণ যদি দেবকীর পুত্র হন, তা হলে তিনি অজ বা জন্মরহিত হবেন কি করে?

শব্দার্থ ঃ অসমোর্ধ্ব—যাঁর সমান কেউ নয় এবং যাঁর থেকে ঊর্ধ্বে কেউ নয়।

গ) শ্রীকৃষ্ণকে অনেকেই অনিত্য-রূপধারী ব্রহ্ম, কিংবা সাধারণ মানুষ মনে করে। অর্জুন কিভাবে সেই সব ধারণার নিরসন করেছেন? অর্জুনের উক্তির সপক্ষে যুক্তি দিন।

ঘ) যথার্থ অহিংসা কি?

ঙ) যথার্থ দান কেমন?

চ) প্রকৃত বৈরাগ্য কাকে বলে?

ছ) জীবের ভক্তিযোগ গ্রহণকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হৃদয়ে বীজ বপনের সঙ্গে তুলনা করছেন, তা আলোচনা করুন।

জ) ভগবান কাদের, কিভাবে মোহ-অন্ধকার নাশ করেন?

ঝ) শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য বিভূতির মধ্যে এই জগতে অভিব্যক্ত হয়েছে এমন দশটির বর্ণনা করুন।

ঞ) ব্রহ্মাণ্ডের পিতৃকূল কারা? ব্রহ্মা থেকে কিভাবে প্রজাগণের সৃষ্টি হল, বর্ণনা করুন।

ট) এই অধ্যায়ে প্রদত্ত জ্ঞানের সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমরা কেমন ধারণা লাভ করি? বিস্তারিত লিখুন।

ঠ) ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধির উপায় কি?

ড) এই অধ্যায়ের অন্তত তিনটি শ্লোক মুখস্থ লিখুন।